46

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... AUG 0 9 1999 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ২ ...

আন্তঃক্যাম্পাস বাসসমূহ চালুর দাবী

কাল থেকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট আহবান

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ আন্তঃক্যাম্পাস ছাত্রছাত্রী বহনকারী বাসসমূহ বন্ধের প্রতিবাদে কর্তৃপক্ষের প্রতি ছাত্র সংগঠনসমূহের দেয়া আলটিমেটাম গতকাল রবিবার শেষ হয়েছে। গত শনিবার গভীর রাত পর্যন্ত অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেট সভায় এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি। ফলে ইসলামী ছাত্রশিবির আজ সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বাত্মক ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। ছাত্র লীগ, ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রফ্রন্টের সমন্বয়ে গঠিত ছাত্রঐক্য আগামীকাল মঙ্গলবার থেকে ক্যাম্পাসে অনির্দিষ্টকালের জন্য হরতাল ঘোষণা করেছে। এদিকে, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বেশ কয়েকটি ডিপার্টমেন্টের পূর্বঘোষিত পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছি।

গতকাল রবিবার বেলা ১১টায় চাকসু মিলনায়তনে ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে পঠিত বক্তব্যে শিবির সভাপতি মুজিবুর রহমান মঞ্জু বলেন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আওয়ামী প্রশাসন ছাত্র লীগের ক্যাডারদেরকে খুন-সন্ত্রাসের লাইসেন্স দিয়েছে। পুলিশ প্রটেকশনে সন্ত্রাসীরা একের পর এক খুন-সন্ত্রাস চালাচ্ছে আর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার মৌলিক অধিকার হরণ করছে। শিবির নেতা মঞ্জু বলেন, জোবায়ের হত্যার ৩ মাস পরেও খুনীদের গ্রেফতার করা হয়নি। অন্যদিকে, ১৬ হাজার শিক্ষার্থীর স্বার্থকে উপেক্ষা করে অযৌক্তিকভাবে কর্তৃপক্ষ ঠুনকো অজুহাতে বাস বন্ধ করে দিয়েছে। এই হঠকারী সিদ্ধান্তে ছাত্রসমাজ হতবাক। সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মত ইসলামী ছাত্রশিবির এই অগণতান্ত্রিক হঠকারী সিদ্ধান্ত মেনে নেবে না। শিবির অবিলম্বে বাস সার্ভিস পুনরায় চালু, জোবায়ের হত্যাকারীদের গ্রেফতার ও ক্যাম্পাস থেকে আওয়ামী পুলিশ বাহিনীকে প্রত্যাহারের দাবীতে আজ সোমবার ক্যাম্পাসে সর্বাত্মক ছাত্র ধর্মঘট, আগামীকাল ছাত্র মহাসমাবেশ ও বুধবার থেকে লাগাতার ক্লাস বর্জনের ডাক দিয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে আবদুল হান্নান, মিয়া মোঃ তৌফিক, শফিকুল ইসলাম বিপ্লব, নূরুল মোস্তফা কাজী, শহিদুল হক, আবদুস শুক্কুর, আবদুল আউয়াল মামুন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা গতকালও ক্লাসে যোগ দেয়নি। সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী ছাত্রঐক্য ক্যাম্পাসে জঙ্গী মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করেছে। ক্যাম্পাসে কোন যানবাহন প্রবেশ করতে পারেনি। ছাত্র-শিক্ষকদের দুর্ভোগ চরমে উঠেছে। ছাত্রী ও শিক্ষিকাদের অবস্থা অত্যন্ত করুণ আকার ধারণ করেছে। বিশাল ক্যাম্পাসে পায়ে হেঁটে তাদের কাজকর্ম সারতে হচ্ছে। ছাত্র লীগ সভাপতি শাহজাহান চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সমাবেশে ছাত্র লীগ নেতা মোঃ কলিম, আলমগীর আলী, জহির উদ্দীন লিপটন, ছাত্র ইউনিয়নের আহসান কবির বেঙ্গল, রাহাত উল্লাহ জাহিদ, ছাত্রফ্রন্টের নূরুচ্ছাফা জুলহাস ও আবু সাঈদ সোহেল বক্তব্য রাখেন। নেতৃবৃন্দ বলেন, সকল ছাত্র সংগঠন ও ষোল হাজার শিক্ষার্থীর দাবীর প্রতি কোন কর্ণপাত করছে না। দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। নেতৃবৃন্দ আজ সোমবার ক্যাম্পাসে ছাত্র মহাসমাবেশ ও আগামীকাল মঙ্গলবার থেকে লাগাতার হরতাল পালনের জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি আহবান জানান।